পঞ্চম অধ্যায়

সাম্প্রতিক প্রবণতা

পৃথিবীটা দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। হাতের মুঠোয় এখন বিশ্ব চলে এসেছে। এক লহমায় পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তিক অঞ্চলের অজ পাড়ার খবরও ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বজুড়ে। মানুষ থ্রিজি, ফোর জি, ফাইভ জি আবিষ্কার করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে থাকছে না চোখ বুজে- থাকবার জো নেই। দ্রুত গতিতে পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও বদলাতে হবে যে। নইলে তো 'ব্যাকডেটেড' তকমা পাবার আশঙ্কা। সঙ্গে পরিহাস তো রয়েইছে। প্রযুক্তির সঙ্গে রুচি, পোষাক, খাদ্যাভাস এমনকি ভাষা পরিবর্তনও তো জরুরি। তাই সবকিছুর সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে ভাষাও। ইউরোপ আমেরিকাকে কেন্দ্র করে যেমন প্রযুক্তিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। তেমনি রুচি, পোষাক, খাদ্যাভাসেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রাচ্যে থাবা বসিয়েছে। ভাষায় পরিবর্তনের জোয়ারও যে তাই সেই দিক থেকেই আসবে তা বলাই বাহুল্য সাম্প্রতিক প্রবণতার একটি বড় অংশ জুড়ে তাই ইংরেজি ভাষার বাংলা ভাষায় প্রভাব নিয়ে আলোচনা চলবে তা বোঝাই যায়।

কম্পিউটার, মোবাইল ফোনের হাত ধরে প্রচুর শব্দ নিত্য বাংলা ভাষায় প্রবেশ করছে। যে সব শব্দ আমরা পূর্বে কখনো শুনিইনি সেইসব শব্দ দিয়ে এখন বাক্য তৈরি হচ্ছে। কম্পিউটার, মোবাইল ফোনের হাত ধরে যে সব শব্দ আমরা পেয়েছি সেগুলি হল ঃ-

এস ডি কার্ড, চিপ, মেমোরি কার্ড, ফরমাট, ডিলিট, অ্যাপস, মাদারবোর্ড, নেট, ইনস্টল, ডাউনলোড, বাফারিং, টকটাইম, মাউস, লাইফটাইম ভ্যালিডিটি, সিমকার্ড, ব্লুটুথ, হ্যাং, কপি, পেস্ট, স্লো, অ্যান্ড্রয়েট, কিটকাট, জেলিবিন, ললিপপ, হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার, প্লেস্টোর, সেভ, সেলফি, ইনকামিং, আউটগোয়িং, স্ক্রিনটাচ, স্ক্রিনসেভার, ওয়ালপেপার, ওয়াইফাই, হটস্পট, ফাইল, সাপোর্টিং, ফাইল, ব্রাউস, নেটওয়ার্ক, ডিসপ্লে, ডিভাইস, ট্যাবলেট, হ্যান্ডসেট, ইন বিল্ড মেমোরি, টুইটার, হোয়াটস অ্যাপ, অনলাইন, মেসেজ প্রভৃতি শব্দ।

ফেসবুক- লগ আউট, লগ ইন, সাইন আউট, সাইন ইন, পোস্ট, ট্যাগ, কমেন্ট, লাইক, চ্যাট, প্রোফাইল, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট, অ্যাকসেপ্ট, ইগনর, টাইমলাইন, অ্যাবাউট, স্টেটাস, চেক ইন, ফটো, আপডেট, সাজেস্ট, মিউচুয়াল ফ্রেন্ড, ইভেন্টস, ইনস্টাগ্রাম, মোস্ট রিসেন্ট, গ্রুপ চ্যাট, অ্যাকাউন্ট সেটিং, ফেবারিট, শেয়ার।

মোবাইল সংক্রান্ত শব্দ দিয়ে যে বাক্যও তৈরি হচ্ছে তা আমরা 'বয়সভেদে' অধ্যায়ে দেখিয়েছি। মূলত নবীনরাই এই সব শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করে।

সিনেমার ডায়লগ, বিজ্ঞাপন, নতুন কোনো ঘটনা থেকে নবীনরা যে বাক্য বলে তাও 'বয়সভেদে' অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। সম্প্রতি নেস্টলে কোম্পানির ম্যাগির বিষক্রিয়া নিয়ে সারা দেশে হৈচৈ পড়ে যায়। ঘটনাটি জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। একদিন দুই বন্ধুর কথোপকথন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আমরা শুনতে পাই। একজন আরেকজনকে বলছিল -**'ওই অঙ্কটা পারলিনা! তোর তো ম্যাগি খেয়ে মরে যাওয়া উচিত রে।'** এইভাবে সাম্প্রতিক কালের ঘটনা জনজীবনের ভাষাতেও ব্যাপক প্রভাব

ফেলে। বিষ খেয়ে মরা উচিত না বলে বলা হচ্ছে ম্যাগি খেয়ে মরা উচিত।

গ্রামের দিকেও মোবাইল সম্পর্কিত শব্দাবলী ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে। ফেসবুক প্রত্যন্ত গ্রামেও ঢুকে পড়েছে। গ্রামের কম বয়েসি ছেলে মেয়েদের ভাষা মান্যচলিত অভিমুখী। কেউ কেউ বলিচ্ছে, করিচ্ছে, কোলো, ক্রিয়াপদগুলি ব্যবহার করছে নিজস্ব জাতিগত ভাষা বা মাতৃভাষা ছেড়ে। ইংরেজি শব্দও গ্রামের মানুষ প্রচুর পরিমানে বর্তমানে প্রয়োগ করে। 'ওয়েদার' শব্দটি তো গ্রামের বয়স্ক, মহিলা, প্রত্যেকের মুখেই শোনা যায়। 'আবহাওয়া' শব্দটির ব্যবহার প্রায় শোনাই যায় না।

বর্তমানে বালক-বালিকাদের মুখে 'ঠাকুরমার ঝুলি', ঈশপের 'কথামালা' -র নাম শোনা যায় না। তারা ডোরেমন, ছোটা ভীম, মোটু-পাতলু এইসব কার্টুন চরিত্র বেশি উচ্চারণ করে।

স্পা, ফেসিয়াল, ব্লিচ, কয়েক বছর আগেও এই শব্দগুলো এই মহকুমায় খুব বেশি প্রচলিত ছিল না। কিন্তু এখন গ্রামে গ্রামে বিউটি পার্লার খুলেছে। তাই এইসব শব্দ বেশী উচ্চারিত হচ্ছে।